সমকাল

তারিখ 29 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে টেন্ডার জালিয়াতির অভিযোগ

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অর্ধকোটি টাকার মালপত্র ক্রয়ের পুনঃদরপত্র প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বেশ ক'জন দরদাতা সোমবার দুপুর থেকে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

লিখিত অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন দপ্তরের ব্যবহারিক কাজে প্রায় অর্ধকোটি টাকা মূল্যমানের যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল সংগ্রহে ২টি প্যাকেজে ৫ মার্চ পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়। জিওবি অর্থায়ন সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ দরপত্র আহ্বান করলেও সিডিউল বিক্রির জন্য সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ঢাকার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরিচালকের কার্যালয় নির্ধারণ করেন। সে সঙ্গে সিরাজগঞ্জ পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের রক্ষিত সিলগালা বাক্সে ২৮ মার্চ দরপত্র জমাদানের শেষ দিন দরপত্রে উল্লেখ করা হয়।

সোমবার সকাল ১০টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে রক্ষিত বাক্সটি সিলগালার জন্য আসেননি। পৌনে ১১টার সময় ওই প্রতিষ্ঠানের সিভিল বিভাগের প্রধান নজরুল ইসলাম সিলগালা করতে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এলেও বাক্সের ভেতর আগে থেকেই দরপত্র রাখা ছিল। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কতিপয় ঠিকাদারদের মধ্যে হৈচৈ শুরু হয়। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের দায়িত্বপ্রাপ্ত নজরুল ইসলাম ও পিয়ন শাকিল আহম্মেদ এ সময় ঠিকাদারদের তোপের মুখে পড়েন। এক পর্যায়ে ভুক্তভোগী ঠিকাদাররা অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকে বিষয়টি জানালেও এ বিষয়ে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি।

শেষ পর্যন্ত ঠিকাদারদের পক্ষে সিফাত-রিফাত এন্টারপ্রাইজের প্রতিনিধি মো. শরিফুল ইসলাম তার মৌখিক ও লিখিত অভিযোগে জানান, পছন্দের লোকজনকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার জন্য অধ্যক্ষ নিজেই এ ধরনের কারসাজি করেছেন।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সিভিল বিভাগের ইনচার্জ শিক্ষক নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমি গত ক'দিন আগে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এসে বাক্স রেখে গেছি। সোমবার অধ্যক্ষ সাহেবের নির্দেশমতো সকাল পৌনে ১১টার সময় বাক্স সিলগালা করার সময় সেখানে এসে আগে থেকেই দরপত্র জমা দেখতে পাই। বেশ কয়েক ঠিকাদার তাদের দরপত্র বাক্সে না ফেলে শেষ পর্যন্ত আমার কাছে জমা দিয়েছেন। তারা আমার কাছে একটি অভিযোগপত্রও জমা দিয়েছেন।'

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জিয়াউল আহসান তালুকদার বলেন, 'গুরুত্বপূর্ণ টেন্ডার হলেও পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষের পদ্ধতিগত ত্রুটি ও দায়িত্বে অবহেলা ছিল। ঠিকাদাররা এ বিষয়ে অভিযোগ দিলেও আমরা তো আর কর্তৃপক্ষ নই। পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলার কারণে আমরা বিপাকে পড়েছি।'

টেন্ডার প্রক্রিয়া পুরোপুরি স্বচ্ছ হয়েছে এমন দাবি করে সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ প্রকৌশলী মো. আবদুল হান্নান খান বলেন, 'গত ক'দিন আগে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে দরপত্র ফেলার জন্য লোক মারফত তালাবদ্ধ বাক্স দিয়ে এসেছি। সিলগালা নেই, তাতে কোনো সমস্যা নেই। পুলিশের পাশাপাশি আমার লোকজনও তো সেখানে ছিল।'

পটুয়াখালীর দশমিনার সৈয়দ জাফর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০টি গাছ কেটে নিচ্ছেন প্রভাবশালী শাহজাহান সিকদার নয়া মিয়া, মুছা সিকদার ও ইসমাইল সিকদারের লোকজন। এ ব্যাপারে সোমবার ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে ইউএনওর কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ■ সমকাল